আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ। প্রশাসনিক গাফিলতি, রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিস্তার ঘটছে মরণ এই নেশার।

অপার সম্ভাবনাময় আলমডাঙ্গার যুব সমাজ আজ যেন নীরবে মুর্তিতে পরিণত হচ্ছে মাদকের এক ভয়ংকর অভয়ারণ্যে। মরণনেশার ছোবলে প্রতিদিনই দিকভ্রান্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। স্কুল–কলেজপড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মক্ষম যুবক—কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই সর্বনাশা আসক্তি থেকে। পরিবার ভাঙছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ দেখার যেন কেউ নেই।

মাকড়সার জালের মতো সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে মাদক। মাঝেমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চোখে পড়লেও তা অনেকটা দেখানো কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ—এমনটাই অভিযোগ সচেতন নাগরিকদের। পাশাপাশি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আটক হলেও বড় বড় মাদক ব্যবসায়িরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

এছাড়াও অধিকাংশ মাদক মামলাই শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে সাক্ষীর অভাবে। আবার যেসব ঘটনায় সাক্ষী পাওয়া যায়, তারা নিরাপত্তাহীনতা, হুমকি ও প্রভাবশালী মহলের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না। ফলে গ্রেপ্তার হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে বেরিয়ে আসে মাদক কারবারিরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রহস্যজনক নীরবতা এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় অনীহা। এসব কারণে বারবার অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ও টেকসই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ্যে বিক্রি, প্রকাশ্যেই সেবন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার স্টেশন মোড় ও পুরাতন বাসস্ট্যান্ড বর্তমানে মাদক বিক্রির অন্যতম প্রধান হটস্পট হিসেবে পরিচিত। এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে মরণনেশা উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

এছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত মাদক কেনাবেচা ও সেবনের অভিযোগ রয়েছে—উপজেলা নতুন ভবন এলাকা, পৌরসভার সামনে স্টেডিয়ামের ওপর,

থানাপাড়া পুকুরপাড়, রেলস্টেশনের ওপর ও ঢালে, লালব্রিজ সংলগ্ন কালভার্টের ওপর এবং ফকট এলাকায়। দিনের আলো কিংবা গভীর রাত—সময় যেন কোনো বাধা নয় মাদক কারবারিদের জন্য।

মাদকের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ জানিয়ে আলমডাঙ্গা শাখার মাদক ও নিরাময় বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন— “মাদক আজ আলমডাঙ্গার জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি একটি মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয়। তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। আমরা যদি এখনই শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে না তুলি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করি, তাহলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতি আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, সাক্ষী সুরক্ষা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত অভিযান, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম ছাড়া মাদক নির্মূল সম্ভব নয়। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে আলমডাঙ্গার তরুণ সমাজ শুধু মাদকাসক্তই নয়—একটি হারিয়ে যাওয়া প্রজন্মে পরিণত হবে। সময় এসেছে দায় এড়ানোর নয়, সময় এসেছে দায়িত্ব নেওয়ার। সময় এসেছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার।

মুজিবনগরে ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুজিবনগরে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট ইয়াবাসহ মিলন কসায় নামক এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আটক মিলন কসায় মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের ফরজ আলীর ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটার সময় কোমরপুর আইসি ক্যাম্পের টু আইসি এস আই মসিউর রহমান, মুজিবনগর থানার এস আই বিলাল হোসেন সহ-সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে কোমরপুর বাজার মসজিদের পাশ থেকে তাকে একটি মোটরসাইকেলসহ আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার নিকট থেকে ১৯ পিস ইয়াবা এবং ২ টি মোবাইল জব্দ করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামীকে ১৯ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে

২ টি মোবাইল ফোন এবং মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি মটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

মুজিবনগরে ১৯৯ বোতল নেশাজাতীয় সিরাপসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় র্যাব-১২, সিপিসি-৩ গাংনীর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২ সিপিসি-৩ গাংনীর অধিনায়কের নির্দেশনায় র্যাবের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বাদল মন্ডলের পুত্র মিনারুল ইসলাম (৫২) কে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে ১৯৯ বোতল WINCEREX নেশাজাতীয় সিরাপ এবং একটি ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান জব্দ করা হয়।

র্যাব সূত্রে জানা যায়, আটককৃত মিনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে সে।

এ ঘটনায় আটককৃতের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ৩৬(১) সারনির ১৪(গ)/৪১ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে ১ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অভিযানে এক কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন, জীবননগর উপজেলার হরিহরনগর গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে মো. তুহিন আহমেদ (২৭) এবং একই গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে মো. সজিব (২৫)।

পুলিশ জানায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা এর নির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. তোরগুল হাসান সোহাগের নেতৃত্বে গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে জীবননগর উপজেলার লক্ষীপুর ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পালাগানের আসরে চলছে রমরমিয়ে মাদক ব্যবসা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গ্রামে গ্রামে কালু গাজীর পালাগানের অনুষ্ঠানে রমরমিয়ে চলছে মাদক ব্যবসা।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ‘গাজীর

মান্নত গানের’ অনুষ্ঠানে একদল অসাধু মাদক ব্যবসায়ী মাদক বিক্রির সুযোগ নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আলমডাঙ্গা ও আশপাশের এলাকায় কালু গাজীর মান্নত গানের প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। দুরারোগ্য ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমা বা বিপদাপদ থেকে মুক্তির আশায় অনেকে মান্নত করে থাকেন। মান্নত পূর্ণ হলে গাজীর পালাগানের আসর বসিয়ে খাসি জবাই করে রান্না করে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন।

এই আসরকে কেন্দ্র করে একদল মাদক ব্যবসায়ী গোপনে মাদক বিক্রি করছে। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে এসব ব্যবসা চলছে বলে জানা গেছে। গতকাল বেলগাছি বাগানপাড়ায় সরেজমিনে দেখা গেছে মাদকসেবী ও বিক্রেতাদের আড্ডা। উঠতি বয়সী তরুণরা ক্রমেই মাদকের কবলে পড়ছে।

স্থানীয়রা জানান, গাজীর গানে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে মাদকচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্ধকার ও জনসমাগমের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাদক বিক্রি চলছে। এলাকাবাসী মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে মাদকসহ ৬ মাসে আটক ৩১ নারী

মেহেরপুর সীমান্ত পেরিয়ে আসা মাদকের বস্তা টানছেন নারীরা। কেউ খুচরা বিক্রি করছেন পাড়ায় পাড়ায়, কেউবা দেহে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শহর বা অন্য জেলায়। গেল ছয় মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৫) শুধু মেহেরপুর জেলাতেই ৩১ জন নারী মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক বহনের শ্রমিক হিসেবে আটক হয়েছেন। পুলিশ, র্যাব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পৃথক ও সম্মিলিত অভিযানে তাদের আটক করে।

তাদের মধ্যে কেউ প্রথমবার নয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের মতো ধরা পড়েছেন। কারো বয়স ২২, কেউ ৪০ এর কোটায়। বেশির ভাগই স্থানীয়, দরিদ্র এবং স্বশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। অধিকাংশ নারীই জড়িত

মাদকের খুচরা বিক্রিতে বা মাদক বহনে শ্রমিক হিসেবে। হেরোইন, গাঁজা, বিদেশী মদ. ফেন্সিডিল পৌঁছে দেয়া ও খুচরা ব্যবসার সাথে জড়িত আটক নারীরা।

জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেকালা, বামুন্দি, মেহেরপুর সদরের শালিকা, বাজিতপুর ও মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত এখন মাদক পাচারের নিরাপদ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারত থেকে নিয়মিতভাবে ফেনসিডিল, ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য আসছে এই সীমান্ত দিয়ে। এসব মাদক সংগ্রহ করে স্থানীয় পর্যায়ে খুচরা বিক্রির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে একটি চক্র। এই চক্রই বেশি আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র নারীদের নিয়োগ করছে বাহক বা বিক্রেতা হিসেবে।

মেহেরপুর সদরের একটি গ্রামে বসবাসকারী এক নারী, যিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন, দ্বিতীয়বারের মতো আটক হয়েছেন গত আগস্টে। পুলিশের ভাষ্য মতে, তিনি প্রতি সপ্তাহে দু’বার করে সীমান্ত থেকে মাদক সংগ্রহ করে শহরে পৌঁছে দিতেন। প্রতিবার কাজে তিনি পেতেন ১২শ থেকে ১৫শ টাকা।

স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর অঞ্চলে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল। দিনমজুর বা গৃহকর্মীর কাজের বাইরে বিকল্প নেই বললেই চলে। যদিও কাজ মেলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা পান কম মজুরি।

স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এই চক্রের নিয়ন্ত্রকেরা বেশির ভাগ সময় রয়ে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারী বাহকদের ধরে হয়তো মামলা হয়, কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রকদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ যথাযথ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের বয়ানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পারিবারিক সহিংসতা ও সহজে অর্থ আয়ের আকাঙ্ক্ষা এই চারটি মূল কারণ নারীদের এই পথে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ নারীই জানেন না, তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে খুচরা মাদক বিক্রেতাদের সকল নারীই অর্থের লোভে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। বেশ কয়েকজন স্বামী স্ত্রী মাদক বিক্রেতার সাথে জড়িত। এদেরমধ্যে জেলা শহরের পেয়াদা পাড়ার চায়না খাতুন ও তার স্বামী হাফিজুল ইসলামকে বেশ কয়েকবার মাদকসহ আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মানবাধিকার কর্মী দিলারা পারভিন বলেন, মাদক ব্যবসায় জড়িত নারীরা অপরাধী তো বটেই, কিন্তু এক অর্থে তারা ব্যবহৃতও। প্রশ্ন হলো, তাদের এই অবস্থান সৃষ্টি হওয়ার পেছনে দায়ী কারা? নারীদের বিকল্প জীবিকা গড়ে তোলা জরুরি। মাদক সংক্রান্ত মামলায় নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও বিশেষায়িত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, বংশ পরম্পরা মেহেরপুুরের সীমান্ত গ্রামগুলোর পরিবার দারিদ্রতার সাথে বসবাস করে। গত ছয়মাসে বিভিন্ন ধরণের মাদকদ্রব্যসহ ৩১ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বড় ধরণের গাঁজার চালানও ধরা পড়েছে। মাদক চোরাচালানে অল্প সময়ে অনেক টাকা পাবার কারণে এমন বিপথে নামে নারীরা। মাদক চক্রের মূল হোতারা ধরা ছোার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাদের বিচারের আওতায় আনা না গেলে এই প্রবণতা সহজে বন্ধ হবে না।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও নগদ টাকা সহ আটক-১

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় অস্ত্র, ১৪ পিস টেপেন্ডাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৫৮ হাজার ৪০ টাকা-সহ শামীম রেজা সাগর (৩২)-কে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় না। আটককৃত শামীম উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুল হকের ছেলে।

যৌথ বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সোমবার ভোরে সেনাবাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী আলমডাঙ্গার অফিসার বি এ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন এর নেতৃত্বে, এস আই আব্দুল মতিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুর হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার ছেলে শামীম রেজা সাগর কে আটক করা হয়। তাদের বাড়ি তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র, মাদক, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে

তাকে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবি’র অভিযানে মাদক ও চোরাচালান পণ্যসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গার ৬ বিজিবি বিভিন্ন সীমান্ত থেকে ৭৪ লক্ষ টাকার মাদক ও চোরাচালানপণ্যসহ দু’জনকে আটক করেছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ০৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলমান অভিযানে তারা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানপণ্য জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে। এ অভিযানে মহিলাসহ দুজনকে আটক করেছে।

আটককৃতদের কাছ থেকে ৩টি স্বর্ণের বার (ওজন: ৩৫০.১২ গ্রাম), ভারতীয় মদ ১৮২ বোতল, হেরোইন (৩৯ গ্রাম), গাঁজা (১.০৪ কেজি), ২২৮ পিস টেপেনটাডল ট্যাবলেট, ২ বোতল বিয়ার, ১৩৫ বোতল ফেন্সিডিল, ২০০ পিস ইয়াবা, ২০৮ প্যাকেট পাতার বিড়ি, ১২ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১৩৪১ পিস কসমেটিক্স, ১টি ভারতীয় মোবাইল ফোন, বিভিন্ন প্রকার ক্রীম ৩৪৬ পিস, পেঁয়াজের বীজ (১৪ কেজি), ভারতীয় পেঁয়াজ (৪৯৮ কেজি) উদ্ধার করে এবং দুজন চোরাচালানীকে দর্শনা ও দামুড়হুদা থানায় হস্তান্তর করেছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ দম্পতি আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে এ অভিযান পরিচালনা করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত সাড়ে ৭টার দিকে আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার রেললাইনের উত্তর পাশে ভেটুলগাছতলা সংলগ্ন ইটের রাস্তা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় সন্দেহভাজনভাবে চলাফেরা করা এক দম্পতিকে আটক করা হয়। পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে ৬০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন স্টেশনপাড়া এলাকার মোছা. বৃষ্টি খাতুন (৩২) ও তার স্বামী মো. পিকু মন্ডল (৩৪)। তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের ধারণা।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, ‘নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দম্পতিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।’

আলমডাঙ্গা থানায় এ ঘটনায় মামলা (নং-০৬, তারিখ: ০৪/১০/২০২৫) রুজু হয়েছে। আটক দম্পতিকে গতকাল রোববার সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই এলাকায় সম্প্রতি মাদক কেনাবেচা বেড়ে গেছে। পুলিশের এ অভিযানকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক অশালীন কর্মকাণ্ড ও মাদক

সেবনের আখড়া!

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহাসিক নীলকুঠি। ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। কাজলা নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশদের নির্যাতনের সাক্ষী এই ভাটপাড়া নীলকুঠি।

প্রায় ২৭ একর জমির ওপর ২০১৭ সালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসি ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে এই পার্কটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও ধীরে ধীরে এখন এই পার্ক অপরাধকারীদের কাছে অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্কে নেই বিনোদনমূলক কোনো কিছুই। তবে এখন চলছে অসামাজিক এবং অশ্লীল কার্যকলাপ। পার্কের দায়িত্বে থাকা কয়েকজনের হাত ধরেই এই অশ্লীলতা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

সরেজমিনে জানা যায়, পার্কের মধ্যে দিনের বেলায় চলছে দেহব্যবসা এবং রাতের বেলায় চলছে মাদকসেবন। পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পার্কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে এখন কোনো পর্যটকের পদচারণা নেই। দিন দিন অপরাধকারীদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে পার্কটি।

পার্কে প্রবেশের পর দেখা যায়, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ককে জঙ্গলে ঘিরে রাখা হয়েছে। পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজের সুযোগ। স্থানভেদে সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। পার্কের মধ্যে দেহব্যবসা হচ্ছে ফুলবাগানের মধ্যে থাকা ভূতের ঘরে, ‘আইসল্যান্ড’ নামক আরেকটি ঘর এবং মেইন সড়কের সাথে বাউন্ডারির পাশে ঘেঁষে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৮ থেকে ১০টি বেঞ্চ পাতানো হয়েছে সেখানে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ অসামাজিক অশ্লীল কার্যক্রমের সুযোগ করে দিচ্ছে পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। বিনিময়ে নিচ্ছে টাকা। ইকোপার্কে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় মাদকের রমরমা কারবার। ফুলবাগানের মধ্যে রাতভর চলে মাদকসেবনের আখড়া।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পার্কের আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন এবং ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেন টাকার বিনিময়ে এ-সমস্ত অপকর্মের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে পার্কের মধ্যে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন বলেন, গাংনী ইকোপার্কের সাথে ডিসি ও ইউএনওর মানসম্মান জড়িত, তাই এ ব্যাপারে সবাই মাথা ঘামায় না। পার্কের মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু লেখার কিংবা করার আগে আমাদের সাথে দেখা করেন।

ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ইকোপার্কের গেটের দায়িত্বে থাকা আসমাউল হুসনা বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্কের পরিবেশ ঠিক হোক। এ সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কাজ ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমনের হাত ধরেই পার্কে শুরু হয়। সুমনের দেখাদেখি জামাল বিষয়টি শিখেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। আমরা চাই পার্কে সংস্কার কাজ হোক এবং বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক, তখন এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

সচেতন মহলের দাবি, গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক এবং যারা এই সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা বলেন, পার্কটি ডিসি ও ইউএনও স্যারকে বিষয়টি অবগত করবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।